পেনশন জটে শিক্ষককুল

×

-

প্রকাশিত: ২০:৪০, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা জীবনের সোনালি সময়গুলো বিলিয়ে দেন পরবর্তি প্রজন্ম গড়ে তুলতে। আমাদের সন্তানদের পেছনে ব্যয় করেন তাদের মেধা ও মনন। অথচ সরকারি চাকরিজীবীদের মতো মাসিক পেনশনের নিশ্চয়তা পান না এ দেশের বেসরকারি শিক্ষকরা। চাকরি শেষে তাদের যে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা থাকার কথা ছিল, সেটিও অনিশ্চয়তায় পরিণত হয়েছে। এককালীন প্রাপ্য পেনশনের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের।

অনেক সময় সেই অর্থ হাতে না পেয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অসংখ্য প্রবীণ শিক্ষক। সম্প্রতি বহুল পরিচিত দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত, ‘সহজে মেলে না পেনশন’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি, দেশে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ৬০ হাজার আবেদন। এই আবেদন জটের সবই পেনশন সংক্রান্ত। গড়ে প্রতি মাসে ৯০০-এর বেশি নতুন আবেদন জমা পড়ছে। অথচ বোর্ডের নিজস্ব আয়ে মাসিক প্রয়োজনীয় টাকার ঘাটতি দাঁড়ায় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। অবসর সুবিধার আওতায় বোর্ডকে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও সেটি বন্ডে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করায় শিক্ষকরা প্রত্যাশিত সুবিধা পাচ্ছেন না।
আদালত সম্প্রতি ছয় মাসের মধ্যে পেনশন দেওয়ার নির্দেশ দিলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থাভাবকে অজুহাত হিসেবে দেখাচ্ছে। ফলে শিক্ষক সমাজ আবারও আশাহত। ঘুষের বিনিময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টাকা প্রদানের অভিযোগ শুধু শিক্ষকদের আর্থিক ক্ষতিই করেনি, বরং তাদের আত্মসম্মানেও আঘাত হেনেছে। অর্থাভাব, অনিয়ম ও দীর্ঘদিনের দুর্নীতি আজ এই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রতিটি দপ্তরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে সরকারি দপ্তরের উদাসীনতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের পরিসরে শিক্ষক সমাজের অবদান অপরিসীম। তাই তাদের শেষ বয়সের নিরাপত্তা শুধু মানবিক দায়ই নয়, রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্বও। শিক্ষা ব্যবস্থার মর্যাদা রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধাবীদের অনুপ্রাণিত করতে অবিলম্বে এ সংকট সমাধানে কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি
এমন পরিস্থিতি কেবল অর্থনৈতিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ নয়, এটি একটি নৈতিক সংকটও বটে। যারা সারাজীবন জাতি গঠনে কাজ করেছেন, তাদের শেষ বয়সে দারিদ্র্য ও অবহেলার শিকার হওয়া রাষ্ট্রের জন্য লজ্জার বৈকি! বকেয়া টাকার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং প্রতি বছর বাজেটে আলাদা বরাদ্দ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। সেই সঙ্গে বোর্ডে

দীর্ঘদিন ধরে চলা অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কমিশন গঠন করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যারা আমাদের আলোর পথ দেখিয়েছেন, আমাদের সন্তানদের মানুষ বানিয়েছেন নিঃস্বার্থ চিত্তে, সেই শিক্ষকদের এই করুণ হাল কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়।